4th Semester (Hons)

CC4: History of Indian Music (theory)

Definition of the following: পারমেল প্রবেশক রাগ, ধ্রুবাগীতি, শুদ্ধ রাগ, ছায়ালগ রাগ, সংকীর্ন রাগ, সান্ধি প্রকাশ রাগ, পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ, উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ

১. পারমেল প্রবেশক রাগ: ঠাটের অপর নাম মেল। পারমেল প্রবেশক রাগ অর্থাৎ অন্য মেলে প্রবেশ করার বা যাইবার সুযোগ করে দেয় যে রাগ তাকেই বলা হয় পারমেল প্রবেশক রাগ, যেমন ভূপভূপালী রাগটি খাম্বাজ ঠাট আশ্রিত, খাম্বাজ ঠাটের স্বরূপ হল- সা রে গ ম প ধ নি অর্থাৎ নি স্বরটি কোমল এবং বাকী সব স্বর শুদ্ধ। কিন্তু ভূপভূপালী রাগে শুদ্ধ গান্ধারের সাথে কোমল গান্ধার প্রয়োগ করলে গ নি কোমল স্বর যুক্ত হয়ে কাফি ঠাটাশ্রিত রাগ গাইবার সুযোগ হয়। তাই ভূপভূপালীকে পারমেল প্রবেশক রাগ বলা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পন্ডিত সোমনাথ সমস্ত রাগগুলিকে তিনটি ভাগে বর্গীকরন করেছিলেন, যথা- ১) শুদ্ধ ২) ছায়ালগ ৩) সংকীর্ন।

১) শুদ্ধ রাগ: যে সকল রাগ সকল প্রকার শাস্ত্রীয় নিয়ম বিধি যথা গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব ইত্যাদি নিয়ম পালন করে এবং অন্য কোনো রাগের ছায়াপাত না ঘটিয়ে পারিবেশন করা হোতো, সেই সকল রাগগুলিকেই শুদ্ধ রাগের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছিল।

২) ছায়ালগ রাগ: যে সকল রাগ পরিবেশন করতে গিয়ে অন্য একটি রাগের ছায়াপাত ঘটিয়ে পরিবেশন করা হোত তাকেই ছায়ালগ বা সালঙ্গ রাগ বলা হয়।

৩) সংকীর্ন রাগ: যে সকল রাগ পরিবেশন করতে গিয়ে দুই বা ততোধিক রাগের ছায়াপাত ঘটিয়ে পরিবেশন করা হোত তাকেই সংকীর্ন রাগ বলা হয়।

Scanned with CamScanner

উদাহরণ- যেমন জয় জয়ন্তী পরিবেশন করার সময় বিশেষ বিশেষ কতকগুলি জায়গায় দেশ রাগের ছায়াপাত ঘটে। (ছায়ালগ), পিলুরাগ (সংকীর্ণ

সন্ধিপ্রকাশ রাগ

সন্ধিক্ষন বলতে আমরা বুঝি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দুটি সময়কে, বোঝায় রাত্রির শেষ এবং দিনের শুরু অপরটি দিনের শেষ এবং রাত্রির শুরু। এই দুটি সন্ধি সময়কে আমরা যথাক্রমে প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ এবং সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ সময় বলা হয়। এই দুই সন্ধিক্ষনে যে রাগ পরিবেশিত হয় তাকে সন্ধিপ্রকাশ রাগ বলা হয়। কিন্তু সন্ধিক্ষনের সময় অতি অল্প, বলেই এবং রাগরূপ প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলেই গুনীগন উভয় ক্ষেত্রেই এক প্রহর সময় অর্থাৎ তিনঘন্টা করে সন্ধিপ্রকাশ রাগ পরিবেশনের সময় নির্ধারন করেছেন।

সন্ধিপ্রকাশ রাগের স্বরের বৈশিষ্ট্য হল ঋষভ স্বরটি কোমল এবং গান্ধার স্বরটি শুদ্ধ থাকে। যেমন- ভৈরব, ললিত ইত্যাদি প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ এবং মারবা, পূর্বী ইত্যাদি সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ

পন্ডিত ভাতখন্ডেজীর মতে দিবা বারোটা থেকে রাত্রি বারোটা এই সময়ের মধ্যে যে রাগগুলি গাওয়া হয় সেই সকল রাগকে পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ বলা হয়। রাগগুলির বাদী স্বর পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ সারেগমপ এই স্বরগুলির মধ্যে যে কোনো একটি হতে হবে। রাগগুলি পরিবেশিত হবে পূর্বাঙ্গে, রাগগুলির মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যে গতিবিধি হবে।

Scanned with CamScanner

উত্তরাঙ্গ-প্রধান রাগ

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর মতে রাত্রি বারোটা থেকে দিবা বারোটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে রাগগুলি গীত হয় সেই রাগগুলিকে উত্তরাঙ্গ-প্রধান রাগ বলা হয়। উক্ত রাগগুলির বাদীস্বর উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ মপধনিসাঁ— এই স্বরগুলির মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে। রাগগুলি ও পরিবেশিত হবে উত্তরাঙ্গে, মধ্য ও তার সপ্তকের মধ্যেই রাগগুলির গতি বিধি বেশি হবে।

ধ্রুবগীতি (ধ্রুবগান ও ধ্রুবাগান)

'ধ্রুবা' নিবদ্ধগান এবং এটি নাটকে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রচিত। 'ধ্রুব' নিবদ্ধ প্রবন্ধ শ্রেনীর গান। মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব, পার্শ্বদেব— এরা ধ্রুব গানের বর্ণনা দিয়েছেন। আর ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে ধ্রুবাগানের বর্ণনা দিয়েছেন।

ধ্রুবাগান 'নিবদ্ধ শ্রেনীর' গান। নাট্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতের অনুষ্ঠান হত। এই গীতগুলিকে বলা হোতো ধ্রুবা। এই গানের প্রয়োগ ছিল আবশ্যিক। ধ্রুবাগীতির অনুষ্ঠান হোত পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে। এই 'ধ্রুবাগীতি' বৈদিক সামগানের পরবর্তী রূপ। নাট্যানুষ্ঠানে এগুলি ব্যবহৃত হলেও কিন্তু নাট্যকার এগুলি রচনা করতেন না, প্রচলিত কয়েক প্রকারের বাঁধাবাঁধা কিছু গানই ধ্রুবাগীতি রূপে প্রয়োগ করা হোত।

একক বা সম্মিলিত উভয় ভাবেই ধ্রুবা গাওয়া হোত। প্রধানত চচ্চৎপুট বা চাঁচপুট তালে এই গান গাওয়া হতো। গীতের সব লক্ষন এতে থাকতো। যদিও ধ্রুবাকে একটি স্বয়ম্ভু শ্রেনীর গীত হিসাবে গন্য করা হয় তবুও মূলতঃ এটি স্বয়ং সম্পূর্ন গীত নয়— প্রচলিত গীতের

Scanned with CamScanner

অংশ মাত্র। নাট্যানুষ্ঠান জুড়ে ধ্রুবাগীতি পরিবেশিত হোত না, সংগীতের আসরে ধ্রুবা যে মূল গানের অংশ বিশেষ সেটি সম্পূর্ণ গাইবার রীতি ছিল।
ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে ধ্রুবার যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন, তাতে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শাস্ত্রকার নারদ প্রমুখদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসরন করে বলেছেন, ঋক, পানিকা, গাথা — এই তিনটি প্রকার গীত এবং মদ্রক, উল্লোপ্যক, অপরান্তক, প্রকরী, ওবেনক, উত্তর, রোবিন্দক — এই সপ্তগীতকে ধ্রুবা বলে।
এই সপ্তগীতের বহু অঙ্গ ছিল। পাঁচটি ধ্রুবাগীতের নাম পাওয়া যায় — প্রাবেশিকী আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী, অন্তরা, নৈষ্ক্রামিকী।
① নাটকের প্রস্তাবনায় বিচিত্র রস এবং ভাবের ব্যঞ্জনা দান করে যে ধ্রুবাগান করা হোত তার নাম প্রাবেশিকী
② নাটকের কোনো অঙ্কের শেষে পাত্রগনের নিষ্ক্রমন উপলক্ষ্যে যে ধ্রুবাগান করা হয় তার নাম নৈষ্ক্রামিকী
③ নির্দিষ্ট রসের বদলে অন্য রসের অবতারনা করে সেই বিজাতীয় রসের মধ্যে সাম্য সৃষ্টির প্রয়োজনে যে ধ্রুবাগান গাওয়া হোত তার নাম প্রাসাদিকী।
④ নৃত্যের সময় দ্রুতলয়ে যে ধ্রুবাগীতি গাওয়া হোত, তাকে বলা হোত আক্ষেপিকী
⑤ বিষন্নতা, বিস্মৃতি, ক্রোধ, সুপ্তি, মত্ততা, সজ্জতা, গুরুভারে অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, পতন, দোষ ঢাকা — ইত্যাদি বিষয়ে যে গান গাওয়া হোত তাকে অন্তরা বলে।
— এই পাঁচটি ধ্রুবা ছাড়াও আরো বিচিত্র প্রকার ধ্রুবাগীতি আছে। ছন্দ, বৃত্ত এবং জাতি ভেদে ধ্রুবার বিচিত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যথা — তাটি, বৃতি, রজনী, ভ্রমরী, জয়া, ভুজঙ্গতন্বী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙ্ক্তি, মালিনী, বিমলা, জলা, রম্যা, ভীমা, নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী ইত্যাদি
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্রুবার পদ শাস্ত্রবস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতো। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ধ্রুবাগীতির পদ রচিত হোত।

Scanned with CamScanner

ধ্রুবাগীতির প্রয়োগ কোথায় কি ভাবে হবে তার বিচার করতেন সঙ্গীতাচার্য। ধ্রুবা প্রয়োগ করা হোত অর্থ, বিধি, দেশ, কাল, ঋতু, প্রকৃতি, ভাব, লিঙ্গ – এই সবের বিচার করে।

ধ্রুবাগীতি যেমন পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থার পরিচয় দিত, তেমনই এই গীতের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ নাট্য সময়েরও সংকেত দেওয়া হত।

গতি অর্থে প্রাবেশিকী ও নৈষ্ক্রামিকী – দুই প্রকার ধ্রুবা প্রযোজ্য ছিল। 'প্রাবেশিকী' পূর্বাহ্ণ এবং 'নৈষ্ক্রামিকী' দিন ও রাত্রি উভয় প্রকার কালকেই নির্দেশ করত। অবশ্য পূর্বাহ্ণ নির্দেশের ব্যাপারে 'শান্ত বিষয়' এবং মধ্যাহ্ন নির্দেশের ক্ষেত্রে উদ্দীপনাযুক্ত বিষয় প্রয়োগ করার নিয়ম ছিল। অপরাহ্ণ নির্দেশের জন্য গাওয়া হোত করুণ রসের ধ্রুবাগীতি। চলনার্থে অর্থাৎ জলক্রিড়া, অশ্বক্রীড়া – প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'আক্ষেপিকী' ধ্রুবা গাওয়া হত।

ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে ৬৪ রকমের ধ্রুবাগীতের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি জাতি, স্থান, প্রমান, প্রকার ও নামভেদে ভিন্ন, ভিন্ন ছিল।

Scanned with CamScanner